চট্টগ্রাম মা ও শিশু হাসপাতাল মেডিকেল কলেজে ইতোপূর্বে সম্পন্ন হওয়া বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি/অবহিতকরণ।

২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে (১১ম ব্যাচ) ভর্তিকৃত ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের হালনাগাদ তথ্যাদি সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগে ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে।

সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতে সি.সি.টি.ভি সিস্টেমস্ স্থাপন করা হয়েছে। একইসাথে রঙকরণের কাজও সমাপ্ত হয়েছে।

আগামী ০৬.০১.২০১৬ তারিখ থেকে এম.বি.বি.এস কোর্সের প্রথম, দ্বিতীয় এবং ফাইনাল পেশাগত লিখিত পরীক্ষা (পুরাতন কারিকুলাম) জানুয়ারী-২০১৬ অত্র কেন্দ্রে শুরু হবে। উক্ত পরীক্ষায় নিম্নলিখিতভাবে সর্বমোট ১৪৮ জন পরীক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করবে।

প্রথম পেশাগত এম.বি.বি.এস পরীক্ষা জানুয়ারী-২০১৬	
* জুলাই'২০১৫ এ বিভিন্ন বিষয়ে রেফার্ড/অনুত্তীর্ণ হওয়া	- ২ জন । সর্বমোট-২ জন।

দ্বিতীয় পেশাগত এম.বি.বি.এস পরীক্ষা জানুয়ারী-২০১৬	
* নতুন করে Sent-Up হওয়া	- ৫ জন
* জুলাই'২০১৫ এ বিভিন্ন বিষয়ে রেফার্ড/অনুত্তীর্ণ হওয়া	- ৪৩ জন । সর্বমোট-৪৮ জন।

ফাইনাল পেশাগত এম.বি.বি.এস পরীক্ষা জানুয়ারী-২০১৬	
* ২০১০-২০১১ শিক্ষাবর্ষের নিয়মিত পরীক্ষার্থী	-৬৯ জন (তন্মধ্যে ২ জন নতুন Sent-Up হওয়া পরীক্ষার্থী)
* জুলাই'২০১৫ এ বিভিন্ন বিষয়ে রেফার্ড/অনুত্তীর্ণ হওয়া	-২৯ জন । সর্বমোট-৯৮ জন।

আগামী ১০.০১.২০১৬ তারিখ সকাল ৯.০০ ঘটিকার সময় কলেজের লেকচার গ্যালারীতে ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের অরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ও অত্র মেডিকেল কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। ট্রাস্টি বোর্ড ও গভর্নিং বডির মেম্বার, শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদেরকে (যে কোন একজন) উক্ত অরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর), এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি পরীক্ষাদ্বয়ের সনদ/নম্বরফর্দ সমূহ সংশ্লিষ্ট সকল বোর্ড (চট্টগ্রাম বোর্ড, কুমিল্লা বোর্ড, ঢাকা বোর্ড এবং যশোর বোর্ড) থেকে নিরীক্ষা করণের কাজ চলছে।

আমাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৫৮০ তারিখঃ ২০.১২.২০১৫ মূলে অত্র মেডিকেল কলেজের এম.বি.বি.এস কোর্সে ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষ হতে ভুতাপেক্ষভাবে ১০ টি আসন বৃদ্ধি করে আসন সংখ্যা ১০০ টি হতে ১১০ টিতে উন্নীত করা হয়। বর্ধিত উক্ত ১০ টি আসনে মেধাক্রমানুযায়ী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয় (সর্বমোট জেনারেল কোটায় ১০১ জন, মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ২ জন, গভর্নিং বডি কোটায় ১ জন এবং মেধাবী ও অস্বচ্ছল কোটায় ৬ জন = ১১০ জন)।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চাহিদার প্রেক্ষিতে কলেজের অধ্যক্ষ এর নাম, টেলিফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স নম্বর, ই-মেইল এ্যাড্রেস, প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ইত্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে।